মুজিবনগরে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ যুবক আটক

৪ গ্রাম হেরোইনসহ জুয়েল রানা (২৮) নামের এক যুবককে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। জুয়েল রানা মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের পশ্চিমপাড়ার হাছান আলীর ছেলে।

বুধবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খালিদুর রহমান সংগীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জুয়েল রানাকে আটক করেন। এসময় তার কাছ থেকে ৪ গ্রাম হেরোইন জব্দ হয়।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দেওয়া হয়েছে। আটক জুয়েল রানাকে আজ বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ একজন আটক

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১শ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দর্শনা আশরাফুল ইসলাম ওরফে ডার্বিকে আটক করেছে।

গ্রেফতারকৃত আশরাফুল ইসলাম ডার্বি চুয়াডাঙ্গা সদর থানার দৌলৎদিয়াড়ের খোকন আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায় আজ রোববার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা’র নির্দেশে অভিযান চালায় দর্শনা- জীবননগর পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় দর্শনা থানার এসআই সোহেল রানা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে আশরাফুল ইসলাম ওরফে

ডার্বি (২১) কে গ্রেফতার করে। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ১ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় পুলিশ বাদি মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মেহেরপুরে ৭ গ্রাম হেরোইনসহ ৩ মাদক কারবারি আটক

৭ গ্রাম হেরোইনসহ ৩ মাদক কারবারিকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার সাহেবপুর ফাঁড়ি পুলিশ।

আটক মাদক কারবারিরা হলেন, সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের ইয়াকুব আলীর ছেলে আলাহামদু (২৭) একই গ্রামের হঠাৎপাড়ার মৃতু প্রভাস বিশ্বাসের ছেলে শ্রী রবিন কুমার বিশ্বাস (৪৫) ও আব্দুস সাত্তার মোল্ল্যার ছেলে ডাবলু মোল্ল্যা (৩৫)।

গতকাল মঙ্গলবার (২৯ আগস্ট) দিবাগত রাত ২ টার দিকে একই উপজেলার আশরাফপুর জামতলার মোড় নামক স্থানে ইজিবাইক চেক করে ৭ গ্রাম হেরোইনসহ ওই তিনজনকে আটক করে সাহেবপুর ফাঁড়ি পুলিশের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) বিকাশ চন্দ্র বিশ্বাসের নেতৃত্বে একদল পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এতথ্য নিশ্চিত করেন।

এসআই বিকাশ চন্দ্র বলেন, রাত ২ টার দিকে আশরাফপুর গ্রামের জামতলার মোড় নামক স্থানে টহল পুলিশের সামনে দিয়ে ইজিবাইকে চড়ে তিন মাদক কারবারি যাচ্ছিলেন। এসময় তাদের চ্যালেঞ্জ করলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এসময় তাদের আটক করে পকেট থেকে ৭ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) স্বারণীর ৮(ক)/৪১ ধারায় মেহেরপুর সদর মামলা করা হয়েছে। মামলা নং ৪৯।

আটককৃত তিন মাদক কারবারিকে আজ বুধবার (৩০ আগস্ট) দুপুরের দিকে

আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ফেন্সিডিলসহ এক মাদক কারবারি আটক

ঝিনাইদহে যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ৭০ বোতল ফেন্সিডিলসহ এক মাদককারবারিকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৯ আগস্ট) সকালে ঝিনাইদহ-ঢাকা মহাসড়কের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এলাকায় একটি বাস থেকে তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, থানার উপ-পরিদর্শক মোমিনুর রহমানের নেতৃত্বে সদর থানা পুলিশের একটি টিম ওই এলাকায় নিয়মিত তল্লাসী অভিযান চালিয়ে খান পরিবহনের যাত্রীবাহী বাস থেকে বাসের যাত্রী মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলার বলরামপুর গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে সুমন মিয়াকে (৩০) তল্লাশি করে বিশেষ কায়দায় রাখা ৭০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। এসময় তাকে আটক করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আটক সুমন মিয়ার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে

মুজিবনগরের ৩ ছাগল চোর আটক, গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী উত্তর পাড়া খেলার মাঠে ৩ ছাগল চোর ধরে গণধোলাই দিয়েছে জনগণ।

ছাগল চোররা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের জহরুল হকের ছেলে রিকশাচালক সাগর (২৩), একই গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মিয়ারুল ইসলামের ছেলে কবির (৩৫) ও মোনাখালী গ্রামের খোকন ফকিরের ছেলে রায়হান (২৫)।

আজ মঙ্গলবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে মোনাখালী উত্তর পাড়ার শান্ত শেখের একটি ছাগল চুরি করে রিক্সা করে পালিয়ে যাওয়ার সময় মোনাখালি চকশ্যামনগর মাঠের মাঝে প্রধান সড়ক থেকে ছাগল সহ ওই তিন চোরকে আটক করা হয়।

পরে তাদেরকে মোনাখালী উত্তরপাড়া খেলার মাঠে নিয়ে আসলে উত্তেজিত জনতা গণধোলাই দেয়।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের বিশ্বনাথপুর আইসি ক্যাম্পের এ এস আই সোহেল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদেরকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসা জন্য মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ প্রেরণ করেন।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল বলেন, আটককৃত ছাগল চোরদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে ১০ গ্রাম হেরোইনসহ নারী মাদকব্যবসায়ী আটক

১০ গ্রাম হেরোইন সহ নাজমা খাতুন (৩০) ওরফে খুশি খাতুন নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

আটক নাজমা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের সমিরুল ইসলাম ওরফে আজিলের স্ত্রী।

গতকাল বুধবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে নাজমা খাতুনকে গ্রেফতার করে।

গোপন সুত্রে খবর পেয়ে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের

পরিদর্শক আবুল হাশেমের নেতৃত্বে, এস আই মদনমোহন সাহা, এএসআই জিএম শহিদুল ইসলামসহ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্যান্য সদস্যরা নাজমা খাতুনের বাড়ি থেকে তাকে আটক করে। এ সময় তার হাত ব্যাগ তল্লাশি করে ১০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে।

এ ঘটনার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ আগষ্ট) দুপুরের দিকে নাজমা খাতুনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা প্রেমিক জুটি আটক

প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে পালানোর সময় প্রেমিক জুটিকে আটক করেছে এলাকাবাসী । আজ সোমবার বিকেল ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গার খাসকররা ইউনিয়নের নন্দপুর গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। অবশেষে ওই গৃহবধূর স্বামী রিপনের বড় ভাই মিল্টনের নিকট প্রেমিক জুটিকে জিম্মায় দেয় স্থানীয়রা। ঘটনাটি এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের সৌদি প্রবাসী রিপনের স্ত্রীর সাথে পার্শবর্তী আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের ফকির মোহাম্মদের ছেলে সেলিম ওই গৃহবধূর সাথে পরকীয়া প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রবাসী রিপনের বাড়ির সামনেই খোকনের ফার্নিচার কারখানায় কাজ করতো সেলিম।

ওই কারখানায় কাজের সূত্রেই তাদের দুজনের প্রেম সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এবিষয় গত ৫ মাসপূর্বে স্থানীয়দের মাঝে জানাজানি হয়। আজ সোমবার বিকেলে প্রেমিক জুটি পালানোর চেষ্টা করে। ঘটনার সময় দুজনই খাসকররা নন্দপুর মোড়ে পৌঁছালে স্থানীয়রা তাদের আটক করে। পরে প্রবাসী রিপনের বড় ভাই মিল্টন দুজনকে তার জিম্মায় নেয়। ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ নারী মাদক বিক্রেতা আটক

হাফ ডজ্জন মাদক মামলার আসামি রেনু খাতুন এবার সাড়ে ৫ গ্রাম হেরোইন নিয়ে ধরা পড়লেন বারাদী ক্যাম্পের পুলিশের হাতে।

মাদক ব্যবসায়ী রেনু খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের সাহারুল ইসলামের স্ত্রী।

আজ সোমবার (৩১ জুলাই) সকাল ৮ টার সময় বারাদী বাজারে গোপন সংবাদে পুলিশ অভিযান চালিয়ে রেনুকে আটক করেন। পরে তার শরীরের গোপন অঙ্গের ভিতর থেকে হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই মফিজুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বারাদী বাজারে অভিযান চালিয়ে রেনুকে আটক করা হয়। পর তার শরীরের যৌনাঙ্গের ভিতর থেকে হেরোইন জব্দ করা হয়। তিনি বলেন, এর আগে রেনু খাতুনের বিরুদ্ধে হেরোইন, ফেনসিডিল ও গাঁজা বিক্রির অভিযোগে আদালতে ৬ টি মামলা চলমান রয়েছে।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে। যার মামলা নং ৪৯, তারিখ ৩১/০৭/২৩ ইং। আটককৃত আসামি রেনু খাতুনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে পেশাদার দুই ছাগল চোর আটক

কখনো ইজিবাইক নিয়ে, কখনো মোটরসাইকেলে চড়ে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন এলাকায় ছাগল চুরি তাদের পেশা। দুজনেই প্যান্ট পরে ছাগল

বিক্রি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হয়েছেন পেশাদার দুই ছাগল চোর। ছাগল চোরদের স্থানীয় জনতা আটক করে তুলে দিলেন পুলিশে।

আটক দুই চোর হলেন গাংনী উপজেলার রামদেবপুর গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে পারভেজ হোসেন (২০) ও একই গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে রনি আহম্মেদ (২৫)।

আজ রবিবার (১৬ জুলাই) সকালের দিকে এই দুই পেশাদার ছাগল চোর একটি ছাগল বিক্রি করতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়ে। পরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, প্যান্ট পরে এই দুই চোর একটি ছাগল খাঁসমহল গ্রামে বিক্রি করতে যায়। তাদের দুজনের প্যান্ট পরা দেখে সন্দেহ হয়। তাদের বিভিন্নভাবে জেরা করার এক পর্যায়ে চুরি করা ছাগল বলে স্বীকার করে। পরে তাদের দুজনকে আমাদের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা। তাদের দুজনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে মামলা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৬ বছরের শিশু ধর্ষন, ধর্ষক আটক

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার পল্লীতে ৬ বছরের এক শিশু ধর্ষনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষনের অভিেযোগ আলিফ হোসেন (৩৮) নামে ধর্ষককে আটক করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালে ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের উত্তর ভবানীপুর খাঁনপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করে র্যাব সদস্যরা। এরআগে ভেড়ামারা থানায় ১টি ধর্ষন মামলা দায়ের করা হয়।

এলাকাবাসী ও থানা সুত্রে জানা গেছে, ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের উত্তর ভবানীপুর খাঁনপাড়া এলাকার ভ্যানচালক ছোটন আলী ও একই এলাকার ছামু ন্যাংড়ার ছেলে ধর্ষক আলিফ হোসেনের বাড়ি পাশাপাশি। ৬ বছরের শিশু ধর্ষক আলিফ হোসনের সেলুনের দোকানের

সামনে খেলা করছিলো। এসময় ধর্ষক আলিফ হোসেন ৬ বছরের শিশুকে চকলেট দেওয়ার নাম করে তার ঘরের ভিতরে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষন করে। শিশুটি তার পরিবারকে জানালে তাকে প্রথমে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে।

বর্তমানে শিশুটি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের ৫ নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ধর্ষক আলিফ হোসেন কে র্যাব গ্রেফতার করেছে। ভেড়ামারা থানার অফিসার ইনচার্জ আকিবুল ইসলাম জানান, ধর্ষনের ঘটনায় থানায় ১টি মামলা দায়ের হয়েছে। আসামী আলিফ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।